দৈনিক খবর

তারিখ ..0 2. APR 1991 ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

41

মেডিকেল ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ

দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের জের হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও সংঘর্ষ বন্ধ হয়নি। সংগঠন দু'টির সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া,পাল্টা-ধাওয়া ও মারপিট লেগেই আছে। সংঘর্ষে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র আহত হয়েছে।

ওদিকে আবার চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গুলীবিদ্ধ ছাত্র বদরুল আলমসহ ৪ জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। বিভিন্ন পত্রিকার খবরে প্রকাশ, ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষকালে একজন শিক্ষকও লাঞ্ছিত হন। পুলিশ বলেছে, শিবির ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে গুলীবর্ষণ ও বোমাবাজির ঘটনা

উল্লেখ্য, মাত্র কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'টি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। শিক্ষক, কর্মচারী ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা আতংকের মধ্যে অতিবাহিত করছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সন্ত্রাসী ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পরিবেশকে আরো বিষিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। তাছাড়া মেডিকেল কলেজের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত থাকলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের যে ক্ষতি হবে তা অপূরণীয়। অধিকন্তু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসাও এতে ব্যাহত হবে। তাই সংঘর্ষ এবং ধাওয়া, পাল্টা-ধাওয়া ইত্যাদি হিংসাত্মক তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। দলগত মতপার্থক্য যাতে দৈহিক সংঘর্ষে পর্যবসিত হতে না পারে সে ব্যাপারে দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর নেতাদের ওপর বর্তায়। তারা এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সশস্ত্র সংঘর্ষও সমভাবে নিন্দনীয়। সেখানে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে গুলীবর্ষণ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। গুলীবিদ্ধ একজন ছাত্রের অবস্থা গুরুতর। ৪ জনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক। এ ধরনের অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হরহামেশাই হচ্ছে, অথচ প্রশাসন নির্বিকার। শান্তি-শৃংখলা বিনষ্টকারী সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধের দায়িত্ব পুলিশের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তারা এ দায়িত্ব কঠোর ও নিরপেক্ষভাবে পালন করলে সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ হওয়া কঠিন কোনো কাজ নয়। তাই সন্ত্রাসকারী যে দলেরই হোক, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশকে আরো কঠোর হতে হবে। অবৈধ অস্ত্রের যেরূপ ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাতে করে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান ব্যাপকভাবে শুরু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এ ব্যাপারে সক্রিয় হতে বিলম্ব করবেন না, এটা একান্তই প্রত্যাশিত।

পুলিশ ও জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করা সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রত্যাশিত উদ্যোগ আজ পর্যন্তও গৃহীত না হওয়ায় অবৈধ অস্ত্রধারীদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। তাই শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে উদ্যোগী হতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষাঙ্গনসহ দেশের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- এটাই জনগণ দেখতে চায়।